Write a brief history of Development of the concept of Non-formal Education in World perspective.

Coombs, P.H., Ahmed, M. and Prosser, R.C (1973) "New paths to Learning for Rural Children and Youth" ICED New York গ্রন্থে প্রথামুক্ত বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "প্রতিষ্ঠিত প্রথামুক্ত / সিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার বহির্ভূত যে কোন সংগঠিত শিক্ষামূলক ক্রিয়াকর্ম – পৃথকভাবেও হতে পারে আবার বৃহত্তর কোন কর্মযজ্ঞের গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপেও হতে পারে - যা চিহ্নিত শিক্ষাগ্রহীতাদের এবং শিক্ষার লক্ষ্যগুলিকে উদ্দেশ্য অনুসারে সহায়তা করে।" উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে সুস্পষ্ট করার জন্য তাঁরা আকস্মিক (informal) ও প্রথামুক্ত শিক্ষার মধ্যে একটি সীমারেখা তৈরি করেছেন। তাঁদের মতে, "আকস্মিক শিক্ষা হল সম্পূর্ন জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, শিক্ষামূলক প্রভাব, তাঁরা পরিবেশের সম্পদ থেকে প্রবণতা, মূল্যবোধ, দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করে – যেমন পরিবার, প্রতিবেশী, কাজ, খেলাধূলা, বিনিময়স্থল, পাঠাগার এবং গনমাধ্যম প্রভৃতি।" প্রথামুক্ত বা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা বলতে বোঝানো হয়, "পুরোহিত তন্ত্রীয় সংগঠন, বয়সানুক্রমে স্তরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা যা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রসারিত, এবং সাধারন পঠন-পাঠন বিষয় ছাড়াও বিবিধ বিশেষ প্রকল্প এবং পেশাগত ও প্রযুক্তিগত অনুশীলনের জন্য পূর্ন সময়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভুক্ত।" যদিও বাস্তবে আকস্মিক, প্রথাযুক্ত ও প্রথামুক্ত শিক্ষার মধ্যে সীমারেখা টানা অসম্ভবপর নয়, যেমন কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম হয়ত একটি শ্রেনিভুক্ত হতে পারে, আবার কতকগুলি দুটি বা সর্বশ্রেনিভুক্তও হতে পারে। সেইকারনে প্রথামুক্ত শিক্ষার ধারনার বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে এই প্রবন্ধে সাধারনভাবে পরিকাঠামো বা অবয়ব ছাড়াও এর শিক্ষামূলক লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

RECENT DEVELOPMENT OF THE CONCEPT :–

প্রথাবিমুক্ত শিক্ষা শব্দটি 1970-এর দশকে দ্রুত বিস্তার লাভ করলেও এটা সার্বিক কোন নতুন ধারনা নয়। UNESCO-এর রিপোর্টগুলিতেও একই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 1950-এর দশকে "Community development" এবং "Community education" ও 1970-এর দশকে "Literacy and Functional Literacy" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন, এবং এগুলি ঐতিহাসিক দিক থেকেও শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। আকস্মিক থেকে প্রথাবিমুক্ত লক্ষ্যে এবং প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা এই প্রক্রিয়ার সর্বশেষ সংযোজন। বিকাশ বিষয়ক পরিকল্পনাবিদেরা প্রথাবিমুক্ত শিক্ষাকে শুধু নূতনভাবে ইদানীংকালে পুনরাবিষ্কার করেছেন, এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে এর মূল্য নতুনভাবে নিরূপন করেছেন। এই পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নবতম সংযোজন হল, Coombs, P.H (1968) "The World Educatinal crisis: A system Analysis" Oxford University Press, London.)

1960'র দশকের শেষদিকে শিক্ষাছাড়া ও কৃষি, স্বাস্থ্য এবং শ্রমিক অনুশীলন বিষয়ক বিকাশমূলক পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বাস্তবে [illegible] সম্পদ সমূহ এবং মানব প্রেষণার গতিশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলি

উন্নয়ন ও বৃদ্ধির সম্পর্কে অস্থিত্বশীল ধারনা অনুমানের নাগালের বাইরে অবস্থান করে। Combs উল্লেখ করেছেন যে, আ বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা যা উচ্চব্যয় সাপেক্ষ ও শ্রমিক নির্ভর প্রযুক্তি তা উন্নয়নশীল সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ন শিখনচাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে না। তাছাড়া এটা প্রমানিত হয়েছে যে, প্রথামুক্ত শিক্ষায় মাথাপিছু ব্যয় সাধারনত প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার ব্যয়ের তুলনায় কম হয়। যদিও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও সার্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা আদর্শরূপে বিবেচিত হয়। দেখা গেছে বহু দেশে এমন GNP-র নির্দিষ্ট শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে। কারন সেইসব দেশের মতে, এই ধরনের আদর্শ অর্জন অসম্ভব। অন্যদিকে যখন প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা বহির্ভূত ব্যবস্থায় যদি গুরুত্বপূর্ন শিক্ষামূলক কাজকর্ম সংগঠিত করা যায় এবং তার স্বীকৃতি লাভ করা যায়, তাহলে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্যয় ঐ বিকল্প উপায়ের উপায়ের জন্য করার পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বোধ থেকেই New Strategies for Education (Brembeck and Thompson 1973) অর্থাৎ প্রথামুক্ত শিক্ষার আগ্রহ আ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

1970 এর দশকে প্রথামুক্ত শিক্ষার বিবিধ সংজ্ঞা জন্মলাভ করে। পুনরায় আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় "দেশজ শিক্ষার প্রতি বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার আলোচনা" Faure et al 1972) বিদ্যালয় "ব্যবস্থার ছায়ার" উপর (paulston, 1971) and "Learning networks" (Illich, 1970) র উপর আলোচনা শুরু হয়। মুখ্য মানব চাহিদা জীবনব্যাপী শিখন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন এই ধারনাগুলি সেইসময়ে শুরু হয়। মোটকথা জীবনব্যাপী শিখন প্রথামুক্ত শিক্ষার শুধু নির্দিষ্ট স্থানে ও সীমাবদ্ধ সময়ে সংগঠিত শিখনের পর্যাপ্ততাকে। প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এটা মূলত: প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরেই তৈরি অসম শিক্ষা-ব্যবস্থা যা দারিদ্র, অশিক্ষিত ও বেরোজগারীদের চাহিদাকে উপেক্ষা করে। অস্থিত্বশীল সামাজিক গতিশীলতাকে যা বজায় রাখে তাকে সমালোচনা করে। প্রথাসিদ্ধ শিক্ষা পুনরায় অসন্তোষ দূরীকরন এবং যুব সম্প্রদায়ের অসময় alienation বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা শুরু করে, কারন প্রথাসিদ্ধ শিক্ষায় বিদ্যালয় ছেড়ে (dropout) দেওয়ার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রেক্ষাপট থেকেই পরিপূরক শিক্ষার বা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার বিকল্প হিসাবে প্রথামুক্ত শিক্ষাকে ঘিরে বিবেচনা প্রসূত বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে। প্রথমাবস্থায় আগ্রহ দেখা যায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যা বিদ্যালয়ের সম্পদের নাগালের বাইরে এবং বিদ্যালয়কে একধরনের প্রসারন রূপে। এর ফলে, নির্দিষ্ট ধরনের শিখনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটা, সেই মূল্যায়নের প্রশ্ন এসে যায়। যদি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই শিক্ষার যথার্থতা লক্ষ্য করা যায়, তখন প্রথামুক্ত

শিক্ষাকে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য প্রসারিত করার কথা বলা হয়। এমন কিভাবে প্রথাসিদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে প্রথামুক্ত শিক্ষা সম্পর্কিত তা ভাবনার বিষয়ে পরিণত হয়।

METHODOLOGICAL CONSIDERATION :-

প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রথামুক্ত বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সাংগঠনিক ক্ষমতা কম। তুলনায় বেশি কাজ ও দক্ষতামুখী সময়ের দিক থেকেও নমনীয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাৎক্ষণিক লক্ষ্যাভিমুখী প্রয়োগের দিক থেকে স্থানীয় অভ্যন্তরাভিমুখী; পাঠ্যক্রমের দিক থেকে গ্রাহ্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। ইহা মূর্ত ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক: অংশগ্রহণকারীদের বয়সের তুলনায় ও ও সুযোগের পরিবর্তে দিকে এর মূল দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত। শিক্ষকের যোগ্যতা ও প্রথাসিদ্ধ সার্টিফিকেট ও অনুশীলনের পরিবর্তে বেশি পরিচালিত হয় সুযো ইচ্ছা ও অভিজ্ঞ অভিজ্ঞতার দ্বারা,

কার্যকরী সংজ্ঞাদানের মধ্যে Pedagogy ও Learning domain অনুসারে আকস্মিক, প্রথামুক্ত ও প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার পার্থক্য নির্ধারণ করার প্র করা হয়েছে। (Colletta and Radeibt, 1980),

Table-1

Education and Human Resowrce Development :.

Learning Needs: ecologically Based	Delivery system: Learning environmental	Behaviorial objectives Development orientation
Cognitive	Formal	Knowledge
Affective	Informal (Family, community)	Attitude
Psychomotor	Nonformal (workplace)	Skill

দেখা যাচ্ছে প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার আলোচনায় অন্যতম একটি সমস্যা বিষয় হল সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান ইত্যাদি বোধের বিষয়ে কার্যকরী, সেখানে প্রথামুক্ত শিক্ষা মানসিক ও সংবেদনমূলক দক্ষতাগুলির উপরে বেশি কার্যকরী। এই Structral ও Functional paradigm টি উপরোক্ত মডেলে বর্ণিত হয়েছে। এইধরনের Model মূলত বাস্তব সম্মত ও প্রয়োগমূলকের পরিবর্তে বিশ্লেষণমূলক ও পঠন সম্বন্ধীয় যার দ্বারা হয়তো শিক্ষামূলক পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও উদ্দেশ্যের তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে ব্যবহৃত হবার জন্য এর আরও উন্নয়ন আবশ্যিক।

ECONOMIC CONSIDERATION :-

প্রথামুক্ত শিক্ষার আলোচনায় অন্যতম একটি সমস্যা এটাকে সরাসরি বিকাশমূলক প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সংগঠি করা হয়েছে, প্রথাসিদ্ধ স্কুলের সাথে এর কোন সংযোগ স্থাপ করা হয়নি। ইহাকে অবশ্যই কৃষি, শিল্পের বিকাশমূলক প্রকল্প, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, গোষ্ঠীর উন্নয়নে আন্তরতত্ত্ব ও সামাজিক পদক্ষেপের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করে পরীক্ষা করা উচিৎ। প্রথামুক্ত শিক্ষাকে যেহেতু পৃথকরূপে আলোচনা করা যায় না; এর ফলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিশেষ জটিলতা দেখা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রথামুক্ত শিক্ষা ব্যক্তি/শিক্ষার্থীর কাছে এর অর্থনৈতিক মূল্য হয়তো আছে, কিন্তু উৎস ও সময়ের নি এসব প্রতিষ্ঠানগুলির ও সুযোগগুলির cost এবং Return পরি করা ততটা সহজ নয়। যেমন স্বেচ্ছামূলক এবং স্বনির্ভর বিষয়গুলি অবদান পরিমাপ করার জন্য Shadow Pricing এবং opportunity cost analysis নামক জটিল ফর্মুলার সাহায্য নেওয়া হয় যেম Botswana Youth Brigades (Van Rensberg, 1992) বা Sarvadaya Shramadana Movement of Srilanka (Colletta et. al. 1982) যা সাহায্যে এই প্রকল্পগুলি থেকে অর্থনৈতিক ফেরৎ বা বিনিয়োগ বার ক হয়েছে।

POLITICAL CONSIDERATION :-

প্রথামুক্ত শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহকে সরাসরি সম্পর্কিত করা হয়, এবং শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত প্রেরণার উপর আস্থা স্থাপন করা: ফলে প্রথামুক্ত শিক্ষামূলত একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা সামগ্রিকভাবে Conscientization এর সাথে যুক্ত (Freire, 1971)। যেহেতু ইহা শিক্ষ মুখী সুতরাং ইহা অবশ্যই বিকেন্দ্রীভূত, গোষ্ঠী অনুপ্রেরণাদায়ক এবং গণতান্ত্রিক। Bock and Papagiannis (1976) বলেছেন যে প্রথামু শিক্ষায় প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার মতো 'Credentialling'-র ক্ষমতার অভ আছে। এবং এর ফলে চাকুরীর বাজারে এই শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণির ম লাভ করে। ফলে বৃহত্তর আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে ইহা আঘাত করে না, এবং ইহা অপর একটি class ~~stutas~~ status নির্ধারণের ভূমিকা অর্জন করে। ফলে প্রথামুক্ত শিক্ষার বিতর্ক যেদিকে ধাবমান হল তা হল: এমন একটি মুক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈ পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার মধ্যে প্রথামুক্ত শিক্ষা প্রকৃত অর্থে বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। প্রথাসিদ্ধ শিক্ষায় সুপ্ত যে রাজনৈতিক প্র আছে সেই লক্ষ্যে প্রথামুক্ত শিক্ষা অগ্রসর হচ্ছে। (Carnoy. 197

NONFORMAL EDUCATION: POLICY IN DEVELOPING COUNTRIES:-

প্রথামুক্ত শিক্ষামূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে করা শুরু করে, বিশেষত নতুন নতুন স্বতন্ত্রগুলি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে। উন্নয়নশীল দেশে বিকাশমূলক সমস্যার অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সমাধানের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানেরা এই ধরনের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন।

উন্নত শিল্পকেন্দ্রিক উন্নতরাষ্ট্রগুলিতেও প্রথামুক্ত শিক্ষার বৃহৎ কর্মযজ্ঞ রয়েছে যা বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মউন্নতি, পেশাগত updating এবং Renual এর লক্ষ্যে পরিচালিত।

এই অংশের আলোচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলির এই ধরনের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ, এই শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষামূলক বিকাশের প্রযুক্তির সমস্যা এবং জাতির বিকাশ নীতিতে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

Problems of New Nation:-

ঐতিহাসিক কারণে, ঔপনিবেশিক অতীত প্রেক্ষাপটে অনুন্নত দেশগুলিতে প্রায়শই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ জনসংখ্যা - জাতিগত ও ভাষাগত বৈচিত্র্য, রাজনৈতিক মাধ্যম, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে খুব কম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উপরন্তু ঐ রাষ্ট্রগুলিতে আধুনিকীকরণ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় এবং প্রাচ্যবাদী অশিক্ষিত বা মাতৃভাষায় শিক্ষিত জনগণের মধ্যে দলভেদ বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, লক্ষ্যনীয়, জনগণ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের

পার্থক্য এবং আর্থসামাজিক শ্রেণির মধ্যে বিভাজন লক্ষণীয়। এইভাবে নানাবিধ স্বার্থের ফলে ঐ রাষ্ট্রগুলিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা, বিশেষ বেকারী, কাজের অপ্রতুলতা এবং গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজার ব্যবস্থার আদৃশ্য রক্ষা করা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের প্রসার এবং গণতন্ত্র নীতির আদর্শ ইত্যাদি কারণে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলি প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। নাগরিকেরা যেন প্রসারিত সুযোগের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং রাষ্ট্রের সম্পদগুলির পুনর্বণ্টনের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রতি ঐসব রাষ্ট্র শরণাপন্ন হয়।

THE ATTRACTIONS OF NON-FORMAL EDUCATION :-

শিক্ষার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা এবং কাজের অভাব পরিপূরণের শক্তিশালী সম্ভাবনা উন্নয়নশীল দেশে স্বীকৃত। বিদ্যালয় শিক্ষার নাগরিকদের কাছে আধুনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্তরে প্রবেশের আইনী স্বীকৃতির ব্যবস্থা করে, এর ফলে জীবনযাত্রার গুনগতমান বৃদ্ধি পায়। সরকারের কাছে শিক্ষা হল নাগরিকেরা জাতির বিকাশের মধ্যে প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণ যাতে করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা থেকে যেন পেয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কালে জাতির উন্নয়নে প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার উপর পূর্ণ আস্থা আর সম্ভবপর হচ্ছে না। শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে শিক্ষালাভের অধিকার থেকে বঞ্চিতের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান, বিশেষত সুবিধাভোগী অংশের মধ্যে। উপরন্তু অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পিত কর্মীশক্তির চাহিদা এবং সর্বশেষে বিদ্যালয়গুলি যা উৎপাদন করছে এই দুই-য়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। বিদ্যালয় ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক হবার ফলে মূলত: ইহা অভিজাত কর্মপ্রাপ্তির লক্ষ্যেই মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এবং শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট চাকুরী বা আধুনিক কর্মীশক্তির দিকে ধাবিত করে না। কেরানি প্রাপ্তি পেশার প্রতি এই শিক্ষা দায়বদ্ধ। সামাজিক চাহিদার সঙ্গে এই শিক্ষার সঙ্গতি নেই বললেই চলে। ঐতিহ্যের যাঁতাকলে এবং প্রথাসিদ্ধ স্কুল ব্যবস্থাকে অভিজাত স্বার্থের দ্বারা কয়েমত করে রাখার ফলে বিদ্যালয় ব্যবস্থাই পরিবর্তনের একটি বাধা রূপে কাজ করে।

দরিদ্রের আর্থসামাজিক উন্নতি এবং আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ তৈরীতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে, ঐ সব রাষ্ট্রে বিকল্প শিক্ষা চিন্তার আগ্রহ দেখা দেয়। এই প্রেক্ষাপটেই উন্নয়নশীল দেশে প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করে এবং এর দ্বারা প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার অপ্রতুলতা অনেকটাই দূর করা যায়।

Goals of Non-Formal Education:--

প্রথাগত শিক্ষা তথা বিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সকল কাজ কোনদিন বাস্তবায়িত করা সম্ভবপর হয়নি, সেইসব লক্ষ্য ও অন্য প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে প্রথামুক্ত শিক্ষাকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে গ্রহণ করা হয়েছে।

1. ~~UPWAIC~~ ALTERNATIVE ROUTE TO UPWARD MOBILITY:

প্রথাগত বিদ্যালয় যখন দারিদ্র অংশের অবস্থান উন্নয়নে সফল হয়নি, প্রথামুক্ত শিক্ষাকে তখন বিকল্প Mobility Route রূপে গ্রহণ করা হয়। প্রচলিত বিদ্যালয় ব্যবস্থা যাদের কাছে বাস্তব জীবন অনুসারে নয় এবং বিদ্যালয়ের প্রবেশের বা মানের অধিকার যেখানে সংস্কৃতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাদের জন্য বিকল্প হিসাবে প্রথামুক্ত শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়। প্রথামুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পেশাসংক্রান্ত দক্ষতা শিখতে সক্ষম হয়, এবং তার ফলে সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

2. TRAINING FOR THE ~~MORDE~~ MODERNIZING WORK FORCE:

বিদেশী অনুদান লাভের পর দেখা গেল যে; শিল্পক্ষেত্রে বিকাশ করার অর্থ যে পরিমানে আছে, সেই পরিমানে শিক্ষণসংক্রান্ত শ্রমিকের যোগান নেই। শিক্ষিত শ্রমিকের অভাবের দরুন বিকাশে "human capital" দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর দেওয়া হয়। যার মূল কথা হল মানবশক্তির উন্নয়নে বিনিয়োগ (sobel, 1982)। এইভাবে শ্রমিকের চাহিদাকে বিদ্যালয়ের যোগানের সাথে সংযুক্ত করা হল। প্রচলিত বিদ্যালয় ব্যবস্থা যেখানে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজের প্রয়োজনীয় কর্মী প্রস্তুতে অক্ষম, সেইক্ষেত্রে পরিকল্পনাবিদেরা প্রথামুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে ঐ কর্মীশক্তি তৈরির উপরে গুরুত্ব প্রদান করা শুরু করেন।

প্রথামুক্ত শিক্ষা এইক্ষেত্রে দুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ লক্ষ্য পরিপূরণ করেছিল: শিল্প ও কৃষির উৎপাদনে সাহায্য করে, উৎপাদন বৃদ্ধি করা যার দ্বারা রাষ্ট্র বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতার সমর্থ হবে; এবং তার ফলে উপর তলায় প্রাচুর্যতা Trickle down হয়ে অর্থক্ষেত্রের গ্রহীতাদের জীবনচর্যার গুনগতমান বৃদ্ধি করে।

3. Rural Development:-

GDP, GNP এবং Balance of Trade "Trickle down"-এর প্রভাবে যতটা প্রভাব বিস্তার করবে ভাবা হয়েছিল, ততটা প্রত্যাশা তার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়নি। জনসাধারণ জনসাধারণকে ইহা তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। ফলে আধুনিক পরিকল্পনাবিদেরা গ্রামীন দারিদ্র অংশের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রথামুক্ত শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করে।

1970-এর পর থেকে UN থেকে যেসব বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলি হল স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বাসস্থান, নিজের সম্ভাবনা উপলব্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন কার্যক্রম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে গ্রামীন জনগণ আরও বলিষ্ঠভাবে তাদের মত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। অর্থাৎ আরও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রামীন বিকাশ।

4. Political Incorporation:—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সৃষ্ট নতুন রাষ্ট্রগুলিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগণের মধ্যে সাধারণ একটি সংস্কৃতি বোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়, এবং এমনকি ভাষার ক্ষেত্রেও। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার প্রভাব কায়েম করায় মনোযোগ দেয়, তখন প্রথাসিদ্ধ শিক্ষার মত প্রথামুক্ত শিক্ষায় গ্রহীতাদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আধুনিকীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধ ও পারদর্শিতা অর্জনের লক্ষ্যে ও সামাজিকীকরণের জন্য ব্যবহার করা শুরু হয়। যদিও প্রথামুক্ত শিক্ষার গ্রহীতারা ছিল বয়স্ক এবং স্কুল ছেড়ে দেওয়া অংশ যাদের মধ্যে রাজনৈতিক বোধ জাগ্রত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়।

THE IMPACT OF NON-FORMAL EDUCATION:-

উপরোক্ত প্রত্যাশা প্রথামুক্ত শিক্ষা থেকে করা হলেও আজ পর্যন্ত এর প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ। সম্পদও সমতার বন্টনেও এই দুই শিক্ষা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, বস্তুত প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালয়ের মত প্রথামুক্ত শিক্ষাও দরিদ্র ও সুবিধাভোগী অংশের পার্থক্য কমানোর পরিবর্তে বাড়িয়েই চলেছে।

ঐ প্রকল্পগুলি context বা প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাধারণ যে সমস্যাগুলি দেখা গিয়েছে তার বর্ণনা নীচে করা হল:-

যে সমস্যাটি সার্বজনীনভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে তা হল, প্রথামুক্ত শিক্ষার প্রকল্প যে জনগোষ্ঠীর জন্য করা হয়েছিল অর্থাৎ সমাজের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রতম অংশ, তাদের কাছে ঐ প্রকল্প পৌঁছাতে পারেনি, এক্ষেত্রে প্রথম সমস্যা হল দরিদ্ররা এসব প্রকল্পে অংশগ্রহণের সময় পায় না, কারণ তারা তাৎক্ষনিক অর্থনৈতিক চাপের জন্য, তাৎক্ষনিক অর্থ সংস্থানের জন্য উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। এছাড়াও প্রকল্প সংগঠকের সামাজিক অবস্থান ও দরিদ্র অংশের মধ্যে একটা সামাজিক দূরত্ব দেখা যায়। ঐ প্রকল্প ইপ্সিত জনগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করায় সহায়ক হয়নোই হতে পারেনি, কারণ ঐ প্রকল্প গুলির জন্য Fees দিতে হয় নতুবা প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনতে গ্রহীতার দরিদ্র অংশ সক্ষম নয়। জাতীয় ভাষায় ঐ প্রকল্প রূপায়ণ করার ফলে অনেকেই সেই ভাষায় প্রাপ্ত তথ্য বুঝতে বা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও, দরিদ্রতম অংশের মধ্যে dropout'র মাত্রাও বেশি লক্ষ্য করা যায়, এই ঘটনাটি সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্যনীয়। অংশত এর কারণ হল প্রেরণার অভাব, কারণ প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে অংশগ্রহণকারীরা এর তাৎক্ষনিক প্রয়োজন উপলব্ধি করায় ব্যর্থ হয়। (Tejono et. al. 1981)

এমনকি দরিদ্ররা যখন ঐ শিক্ষায় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে, তখনও ঐ শিক্ষা upward Social এবং Economic Mobility-র বিকল্প পথ রূপে প্রাধান্য সম্ভ্রম অর্জনে অক্ষম, প্রথাগত শিক্ষার গ্রহীতারা কোন ধরনের পেশাগত পারদর্শিতা অর্জনে অক্ষম যে সম্পর্কে সামাজিক ধারণাও অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষাকে উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কাজের 'gate pass' রূপে ভাবা হলেও প্রথামুক্ত শিক্ষায় সেই ধরনের কোন সুযোগ এখনো তৈরি হয়নি।

জাতীয় স্তরে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রথামুক্ত শিক্ষার সমর্থন করেন অভিজাতদের ঐ শিক্ষায় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু গ্রামে ঐ শিক্ষাকে প্রচলিত গ্রামীণ ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের উপায় রূপে শক্তিশালী উপকরণ ভাবা হলেও গ্রামীণ অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা মনে করেন যে এই শিক্ষা প্রকল্প সফল হলে প্রাচীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন অর্থনৈতিক সংগঠন ও বিকাশ ব্যবস্থা দ্বারা বিপদের সম্মুখীন হবে।

গ্রামীণ বিকাশমূলক প্রকল্পের সফলতা নির্ভর করে ঐ প্রকল্পের নেতৃত্ব বা Field worker-দের উপরে। সফলতা নির্ভর করে তারা কিভাবে গ্রামীণ অভিজাত ও প্রকৃত গ্রহীতাদের কিভাবে ঐ প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারে তার উপর। (Coombs, Moullan, 1982)। ঐ নেতৃত্বের অধিকাংশ উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত নয়। উপযুক্ত Feed back প্রকৃতির অভাব তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয়। ফলে সাধারণ গ্রাম থেকে গ্রামে নানা পদ্ধতির লক্ষ্য করা যায়।

এর অসফলতার অপর অন্যতম কারণ হল পর্যাপ্ত অর্থের অভাব, স্বল্প সম্পদ থাকলেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কৃষিজ উৎপাদনের উপর প্রথামুক্ত শিক্ষার একটি ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। গিয়েছে। যদিও গবেষণার ফলাফল পরস্পর বিরোধী, Lockheed et. al. (1980) গবেষণায় দেখিয়েছেন দেখিয়েছেন যে প্রথামুক্ত শিক্ষার খুব সামান্য প্রভাবই আছে। এবং বিশেষ কোন প্রভাব নেই। এমনটা ধরে নেওয়া হয় যে, প্রথামুক্ত শিক্ষা গ্রামীণ বা শহরের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিকল্প রূপ। কিন্তু বাস্তবে প্রথামুক্ত শিক্ষায় সেইসব কৃষকেরাই বেশি উপকৃত হয়েছিল যাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাসহ বিদ্যালয় শিক্ষা ছিল। যার ফলে নতুন প্রযুক্তি ও জ্ঞান নিয়ে তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিল। প্রান্তিক চাষীদের ফলন ঐ শিক্ষায় সামান্য বাড়লেও, তাদের দারিদ্রতার অবসান খুব সামান্যই হয়েছে। ফলে এই ধরনের শিক্ষা দারিদ্র দূরীকরণে কতটা সক্ষম, সেই প্রশ্নও আজ আবার সামনে দেখা গিয়েছে।

বিকাশমূলক প্রকল্পগুলি যাদের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল তাদের খুব আকৃষ্ট এগুলি করতে পারেনি। নিজস্ব সম্পদ ও কিছুটা প্রথাগত শিক্ষা যাদের ছিল; তারাই এর কার্যকরী বাস্তবতায় সক্ষম হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে গৃহ-সম্পর্কিত পারিবারিক দক্ষতা, শিশু রক্ষণাবেক্ষণ, পুষ্টি, সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেণি শিক্ষায় সব আর্থসামাজিক নারীদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু দারিদ্র্য অংশের নারীরা অর্থাভাবে ঐ জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেনি, এবং ঐ শিক্ষায় এমন কিছু ছিল না যা নারীদের আয়ের বিকল্প সংস্থান করে দেয়।

কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা পরিবর্তন বা জীবনচর্যায় কৃষকেরা যেন বৃহত্তর সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার জন্য সহায়তা দেওয়া হলেও এই বিষয়গুলি বৃহত্তর ক্ষেত্রে অসফল হয়েছে। (Colletta & Todd, 1982)। গ্রামীণ ক্ষেত্রে প্রথামুক্ত শিক্ষা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বৃহত্তর কোন প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি। তবে বেসরকারীভাবে পরিচালিত প্রথামুক্ত শিক্ষায় গ্রামীণ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কিছুটা সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ Sinegal এর Animation Rurale প্রকল্পে দেখা যে অংশগ্রহণকারীরা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাবিদদের দ্বারা রুচিত নির্দেশ কোনভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি, তাছাড়া বাইরেও প্রচার পেয়েছিল। কারণ ঐসব নির্দেশ তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল না। তবে রাষ্ট্রীয় চেতনা তৈরিতে প্রথামুক্ত শিক্ষা অনেকাংশে সফল হয়েছে - একথা বলা যেতে পারে।

Problems in Attaining the goals of Non-Formal Edu